

"এ অপরাধ আমি বইব কি করে এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব!" অপরাধবোধ এবং আত্মগ্লানি দূর হয়ে কিভাবে বস্তুর আত্মশুদ্ধি ঘটলো তা সংক্ষেপে লেখ। =আলোচ্য উক্তিটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত দাম গল্প থেকে গৃহীত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র সুকুমার এর কাছে তার স্কুলের অংকের মাস্টারমশাই ছিলেন এক মূর্তিমান বিভীষিকা। অংকের পণ্ডিত মাস্টারমশাইয়ের অংক শেখানোর পদ্ধতি ছাত্রবান্ধব ছিল না। অংক না পারলে ছাত্রদের জুটতো প্রহার অথবা আত্মসম্মান সূচক টিটকিরি। অংকের মাস্টারমশাই এর স্মৃতি এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে গল্প কথক এম এ পাস করে গেলেও মাস্টারমশাই কে ভুলতে পারেন না।

তাই একটি পত্রিকায় ছোটবেলায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাস্টারমশাই এবং তার পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বোদ্ধান্ত করেন গল্পকথক। তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে 'অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের এক অনুষ্ঠান সভার পর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্পকথকের দেখা হয় এবং লেখক জানতে পারলেন যে মাস্টারমশাই তা লেখাটি পড়েছেন। সুকুমারের সব অভিযোগ এককথায় মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয় তা তিনি যত্ন করে লেখাটি রেখেছেন এবং বহু মানুষকে তিনি তা নিয়মিত দেখান। মাস্টার মশায়ের মুখে 'আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে' শুনে সুকুমারের মন আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে। সুকুমার বুঝতে পারেন যে মাস্টারমশাই ছাত্রদের যে কাঠিন্য দেখাতেন তা ছিল তার অংক শেখাবার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের যেমনই মনোভাব থাকুক না কেন শিক্ষকের কাছে ছাত্রছাত্রীরা সর্বদাই স্নেহ মায়া মমতার এক বিরাট আশ্রয়।

এইভাবে সুকুমার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং শিক্ষকের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার উপলব্ধি করে তার আত্মশুদ্ধি ঘটে।

"আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে। "বক্তা কে? কিভাবে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন? = আলোচ্য উক্তিটি প্রখ্যাত গল্পাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দাম' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পে আমরা দুটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই, প্রথমটি হলেন গল্পকথক এবং দ্বিতীয়টি হলেন গল্পকথকের অংকের মাস্টারমশাই। এখানে মাস্টার মশাই তার ছাত্রের অর্থাৎ গল্পকথক সুকুমার এর উদ্দেশ্যে এই উক্তিটি করেছেন।

ছাত্র জীবনে গল্প কথক স্কুলের অংকের মাস্টারমশাই এবং তার প্রহারকে ভীষণ ভয় পেতেন। এমনকি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরেও লেখকের মন থেকে তার মাস্টারমশায়ের ভয়ের স্মৃতি মুছে যায়নি। লেখক কোন একটি পত্রিকার অনুরোধে তার ছেলেবেলার গল্প লেখেন এবং সেই গল্পে তিনি তার মাস্টারমশায়ের প্রতি সমালোচনা এবং বন্ধুত্ব করেন তার লেখাটি প্রশংসিত হয় এবং তা থেকে তিনি দশ টাকা রোজগার করেন।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের একটি কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গল্পকথক সুকুমার এর সাথে মাস্টারমশাইয়ের দেখা হয়। লেখক দেখেন যে মাস্টারমশাই তার সমালোচনা সূচক লেখাটি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন, শুধু তাই নয় সময় সুযোগ মতো তিনি সবাইকে ওই লেখাটি দেখাতেও ভুলেন না। যে লেখাটি ছাত্রের কাছে মাস্টার মশায়ের প্রতি সমালোচনা বর্ষণ করে,

ঠিক সেই লেখাটি যেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছাত্রের শ্রদ্ধা নিবেদন। মাস্টারমশাই মনে হয় তার ছাত্র যেন ওই পত্রিকার লেখার মাধ্যমে তার মাস্টার মশাইকে অমর করে রেখেছে।

"প্লেটোর দোরগোড়ায় কি লেখা ছিল জানিস?" প্লেটো কে ছিলেন? বক্তা প্লেটোর দোরগোড়ায় কোন লেখার কথা বলেছেন? = প্লেটো ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক।

আলোচ্য উক্তিটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত দাম গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এই উক্তিটি বক্তা হলেন গল্পকথকের স্কুলের অংকের মাস্টারমশাই। তিনি বলেছিলেন- প্লেটোর দোরগোড়ায় কি লেখা ছিল জানিস? যে অংক জানে না তার এখানে প্রবেশ নিষেধ। স্বর্গের দরজাতেও ঠিক ওই কথাই লেখা রয়েছে। আসলে অংকের মাস্টারমশাইয়ের গণিতের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা। ক্লাসে অংক না পারলে ছাত্রদের জুটতো প্রহার এবং নানাবিধ টিটকিরি। তাই এটি ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

সুকুমার চরিত্র:- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দাম' ছোটগল্পের কথক সুকুমার বরাবরই অংকে দুর্বল ছিলেন। সুকুমারের কাছে স্কুলের অংকের মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা। মেট্রিকুলেশন এরপর অংকের মাস্টারমশায়ের হাত থেকে রেহাই পেলেও দীর্ঘদিন সেই ভয় সুকুমারকে তাড়া করে ফিরত। এমনকি পরবর্তী কালেও বাংলার অধ্যাপক লেখক সুকুমার একটি অনামি পত্রিকায় মাস্টার মশাই কে নিয়ে তার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা স্মৃতিকথা লিখেছিলেন।

সুকুমার চরিত্রের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার আত্মবিশ্লেষণ। তিনি যে মাঝারি মাপের লেখক, তার বক্তৃত্ব যে আবেগ সর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য, অত প্রশংসা যে তার প্রাপ্য নয় সবটাই তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন।

বহু বছর পর তার স্কুল জীবনের বিভীষিকা অংকের মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হতেই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু সুকুমারের এতোটুকু দেরি হয়নি। অংকে মাস্টারমশাইয়ের পাণ্ডিত্যকেও সুকুমার মর্যাদার সঙ্গে শিকার করেছেন। তিনি মাস্টার মশাইকে ভয় পেয়েছেন কিন্তু অশ্রদ্ধাকরেননি।

সুকুমারের পরিণত মন বুঝেছে যে এতদিন তিনি শুধু অংকের মাস্টারমশাই শাসনের ভিত্তি কি উপলব্ধি করেছেন, তার স্নেহের মন অনুভব করতে পারেননি। যে স্নেহ-মায়া- মমতার মহাসমুদ্র সম বিভীষিকাময় মাস্টারমশায়ের স্মৃতিকে তিনি ১০ টাকায় বিক্রি করেছেন, সেই মানুষটির অমূল্য স্নেহ তার মাথায় ঝরে পড়েছে- এই ভেবে সুকুমার আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হন।

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, ভালো মন্দ সবকিছু মিলিয়ে গল্পের পরিণতিতে সুকুমার চরিত্র যথার্থ সার্থকতার রূপ পেয়েছে।

মাস্টারমশাই চরিত্র:- প্রখ্যাত গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দাম' একটি অসাধারণ ছোট গল্প। এই গল্পে অসামান্য একটি চরিত্র হলেন গল্পকথকের স্কুলের অংকের মাস্টারমশাই।

মাস্টারমশাই চিরকালীন এক শিক্ষক যিনি শুধুমাত্র ছাত্র মানুষ করার লক্ষ্যে অবিচল থেকে এগিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন অশ্রদ্ধে অসাধারণ দক্ষ। মনে হতো তিনি যেন পৃথিবীর সব অংক জানেন। মাস্টার মশাই যখন বোর্ডে অংক করতেন তখন মনে

হতো যেন আগের থেকেই সব অংক বোর্ড লেখা আছে, তিনি শুধু উপর থেকে চক বুলিয়ে দিচ্ছেন। যে অংক নিয়ে ছাত্ররা ঘন্টার পর ঘন্টা পন্ডশ্রম করতো তা তিনি একবার মাত্র দেখে অনায়াসে সমাধান করে ফেলতে পারতেন।

মাস্টারমশাই চরিত্রের আরেকটি গুণ হলো- তিনি ছিলেন কঠোর শাসক। মাস্টারমশায়ের কাছে অংক না পারাটা একটা অপরাধ। ছেলে হয়ে অংক না জানাটা আরো বেশি অপমানের। তাই তিনি চেষ্টা করতে যাতে তার ছাত্ররা সবাই অংক পারো। তার জন্য তিনি ছাত্রদের মারতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।

গল্পের পরিণতিতে আমরা একসময় মাস্টার মশাইয়ের উদার মনস্কতার পরিচয় পাই। ছাত্র সুকুমার এর বাল্য স্মৃতিতে লেখা সমালোচনাকে তিনি উদার মনে সন্তানের অধিকার বলেই গ্রহণ করেছেন। ছাত্র তাকে মনে রেখেছে - এটুকুই এই বৃদ্ধা মাস্টারমশাইয়ের কাছে সবথেকে পাওয়া হয়ে উঠেছে।

মাস্টারমশাই যেটা উপলব্ধি করতে পারেনি সেটা হল - সব বিষয় সকলের প্রিয় নাম হতে পারে। ভীতি কোন বিষয়কে ভালবাসতে শেখায় না। বরং তার থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। মাস্টারমশাই শিক্ষা পদ্ধতিতে এই ত্রুটির জন্য ছাত্ররা তাকে ভুল বুঝতো। আসলে তিনি ছিলেন একজন আদর্শনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ এবং ছাত্রদের দীক্ষক। তার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে সুকুমারের দেওয়ার সব আঘাত তার গায়ে ছাত্রের শ্রদ্ধার ফুল হয়ে বারে পড়েছিল।

ছোটগল্প হিসেবে 'দাম' গল্পের সার্থকতা কতখানি আলোচনা কর? = বিশিষ্ট গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দাম' গল্পটি পাঠকমহলে বহু চর্চিত। শুধু আয়তনের দিক থেকে নয় ছোট গল্পের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য " গল্পে দেখা যায়।

- **চরিত্রের স্বল্পতা:-** দাম গল্পটিতে চরিত্রের সংখ্যা খুবই কম। সুকুমার এবং তার স্কুলের মাস্টারমশাই হলেন গল্পের প্রধান দুই চরিত্র। এছাড়া কলেজের প্রিন্সিপাল ও কয়েকজন ছাত্রের উল্লেখ আছে যাদের ভূমিকা খুবই কম।
- **ঘটনা জটিলতা বর্জিত:-** 'দাম' গল্পে ঘটনার কোন জটিলতা নেই। গল্প শুরু হয়েছে সুকুমার ও তার সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে এর বাইরে অতিরিক্ত কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। সেই সম্পর্ক নিয়ে পরিণতিতে গল্প শেষ হয়। ফলে নিশ্চিতভাবে কাহিনীটি কে একমুখী বলা যায়।
- **গল্পের শেষে চমক :-** গল্পের পরিণতিতে এসে সুকুমার এর সঙ্গে মাস্টার মশাই এর দেখা হয়। এবং সুকুমার জানতে পারেন যে স্বয়ং মাস্টারমশাই তার লেখা বাল্যস্মৃতিটি পড়েছেন এবং যত্নে রেখেছেন। তারপরে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক যেভাবে নতুন ধারনায় প্রতিষ্ঠিত হয় তা পাঠকদের নিঃসন্দেহে চমকে দেয়।
- **অতৃপ্তি:-** ছোট গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো -লেখক গল্পটি এমনভাবে শেষ করেন যে, শেষ হওয়ার পরেও মনে হয় যেন আরো কিছু বাকি আছে। গল্প শেষে পাঠকমনে এক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। মাস্টারমশাই তার সব সমালোচনা রাখার উদার মনে গ্রহণ করেছেন - এটা জানার পর সুকুমারের উক্তি দিয়ে গল্প শেষ হয়। পাঠকের মনে একটা অতৃপ্তি থেকেই যায় এটা জানার জন্য যে, এর পরে কি হল। সবদিক বিচার করে তাই বলা যায় যে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' একটি আদর্শ ছোটগল্প।

"ছবিটা যা ফুটলো তা খুব উজ্জ্বল নয়" এখানে কোন ছবির কথা বলা হয়েছে? ছবিটা উজ্জ্বল নয় কেন? আলোচ্য উক্তিটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দাম' গল্প থেকে গৃহীত হয়েছে। 'দাম' গল্পের প্রধান চরিত্র সুকুমার তার স্কুলের অংকের মাস্টারমশাকে কেন্দ্র করে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এখানে তার কথা বলা হয়েছে। সুকুমারের স্কুলের মাস্টারমশায়ের স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়। তাই পত্রিকার অনুরোধে সুকুমার যে প্রবন্ধ রচনা করেছিল তাতে মাস্টারমশায়ের প্রতিচ্ছবি একেবারেই উজ্জ্বল ছিল না রচনার বক্তব্য - অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধা টাই পঞ্চত্ব পায়। গল্পকথা প্রবন্ধ রচনা সময় বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তা রচনা করেছিলেন, তা থেকে অঙ্কের মাস্টারমশায়ের কাঠিন্য এবং অপারদর্শিতার দিকটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।